গ্রীণ ব্যাংকিং

গ্রীণ ব্যাংকিং বর্তমান যুগে যা Ethical Banking নামে পরিচিত মূলত সামাজিক ও নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ ব্যাংকিং প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার তুলনামূলক কম করা হয়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে গ্রীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রাষ্টায়াত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের একটি অনন্য সুনাম রয়েছে। বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিটি শাখা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি এর আওতায় BEFTN এর মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদান করে আসছে। যুগের ক্রমবর্ধমান চাহিদার উপর ভিত্তি করে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং যথা- BACH (Bangladesh Automated Clearing House), Online CIB, SWIFT , e-GP, ATM, Agent Banking ইত্যাদি সেবা প্রদান করে আসছে। Agrani Smart Banking App চালুর মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এখন ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করছে। গ্রাহকদের Mobile Financial Service এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড bKash এর সাথে চুক্তিবদ্ধভাবে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করছে। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড রাষ্টায়াত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ২০১০ সনে সম্পূর্ণ সমন্বিত অনলাইন Core Banking Solution (Fully Intregrated Centralized Real Time Core Banking Solution) চালু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রতি বছর অত্র ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করছে এবং তদানুযায়ী সার্কেল অফিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, কর্পোরেট শাখা ও শাখাসমূহকে লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করে আসছে ।

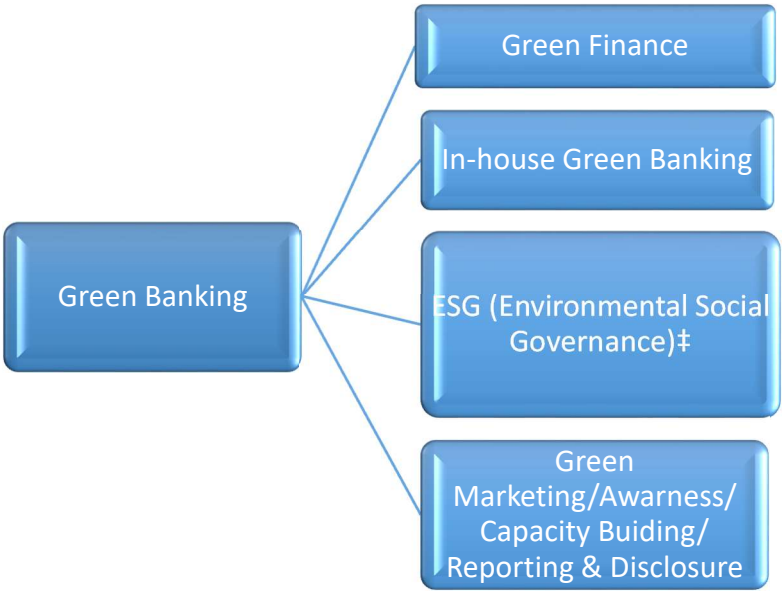

পরিবেশ বান্ধব অফিস নির্দেশিকা

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। মূলত মানুষের সৃষ্ট কারণেই আজ পরিবেশ বিপর্যস্ত। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সাথে কোন না কোনভাবে পরিবেশ সম্পৃক্ত। এ ছাড়া ব্যাংক অর্থায়নের মাধ্যমে পরিবেশের উপকার অথবা ক্ষতি উভয়ই সাধন করতে পারে। ব্যাংকারগণ সমাজের সচেতন নাগরিক। আমরা যে সকল শিল্প প্রকল্পে অর্থায়ন করি তার সাথে মাটি, পানি ও বায়ুর সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে এখন থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যাপারে আমাদেরকে পরিবেশের বিষয়টি বিবেচেনায় আনতে হবে যেন কোন ক্রমেই পরিবেশ আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা যখন যেখানে অবস্থান করি না কেন আমাদের চারপাশের পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। আমাদের প্রচেষ্টা পরবর্তী বংশধরদের জন্য একটি সুন্দর বাসউপযোগী পৃথিবী উপহার দেয়া।

সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অনুসরনীয়ঃ

* চেয়ার ছেড়ে অন্য কাজে দীর্ঘ সময় ব্যস্ত থাকা কালে ফ্যানের সুইচ অফ রাখুন।
* Energy Saving বাল্ব ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ বাল্ব এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং নষ্ট Energy Saving বাল্ব অপসারনে সাবধানতা অবলম্বন করুন।
* AC ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন।
* অফিস/টেবিল ত্যাগ করার পুর্বে আপনার মাথার উপর ফ্যানটি কি বন্ধ করা হয়েছে/এসি কি অফ করা হয়েছে/বাতির সুইচ কি অফ করা হয়েছে তা নিশ্চিত হউন।

* চারদিকে একটু নজর দিন, বিনা প্রয়োজনে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি(কম্পিউটার, হিটার, ইলেকট্রিক কেটলি,প্রিন্টার) অন হয়ে আছে কিনা।
* বৈদ্যুতিক বাতির পরিবর্তে যথাসম্ভব প্রকৃতিক আলো সদ্ব্যবহারের সুযোগ নিন।
* জানালা খুলে প্রাকৃতিক আলো/বাতাস আসার সুযোগ দিন। মনে রাখবেন প্রাকৃতিক আলো/বাতাস পরিবেশ ও স্বাস্থের জন্য নিরাপদ।
* প্রচুর বায়ু ঢুকতে বাধা দেয় এমন সব আসবাবপত্র পুনরায় এদিক ওদিক করে সাজান যেন পর্যাপ্ত বাতাস অফিসে ঢুকতে পারে।
* আসবাসপত্র/টেবিল চেয়ার এমনভাবে সাজান যাতে তা দৃষ্টি নন্দন হয়।
* টয়লেট ব্যবহারের পর পানির ট্যাপ যথাযথভাবে বন্ধ করা হয়েছে কিনা তা পরখ করুন।
* টয়লেট ব্যবহার করে পরিমিত পানি ঢালুন, তবে পানির অপচয় যাতে না হয় সে দিকে খেয়াল রাখুন।
* ব্যবহৃত/অপ্রয়োজনীয় কাগজ/বর্জ যত্রতত্র ফেলা থেকে বিরত থাকুন। অব্যবহৃত কাগজ আলাদাভাবে সংরক্ষন করুন।
* কাগজের উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন।
* কালীর ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে Eco Font এ প্রিন্ট করুন।
* কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় এমন সব ফাইলপত্র দিয়ে টেবিল সাজানো থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র চলমান ফাইলগুলো টেবিলে রাখুন।
* ক্ষেত্র বিশেষে স্ব উদ্যোগে মেঝেতে পড়ে থাকা ছোট কাগজের টুকরা/অন্যান্য পদার্থ সরিয়ে ফেলুন।
* অফিস চলাকালীন সময় লক্ষ্য রাখুন যেন কোন গ্রাহক ময়লা আবর্জনা/কাগজের টুকরা অফিসের যত্রতত্র নিক্ষেপ না করে।
* পরিবেশ সচেতন গ্রাহকদেরকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিন।

শাখা প্রধান/অঞ্চল প্রধান/বিভাগীয় প্রধান/সকল স্তরের নির্বাহীবৃন্দের অনুসরনীয়ঃ

* অফিসকে আকর্ষনীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় রং/ চুনকাম/ডিসটেম্পারের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিন।
* দীর্ঘদিনের পুরানো ফাইল/কাগজপত্রাদি নিয়মানুযায়ী সংরক্ষন/অপসারন করুন।
* পুরানো লেজার/নথিপত্র দৃষ্টির আড়ালে অন্যত্র রাখার চেষ্টা করুন।
* তেলাপোকা, ইঁদুর, মাকড়শা ইত্যাদি কীট পতংগ থেকে অফিস মুক্ত রাখুন।
* অফিস দুর্গন্ধ মুক্ত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
* গ্রাহকদেরকে পরিবেশ সচেতন হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করুন।
* গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক আলোচনার পাশাপাশি তাদেরকে নিজ নিজ আংগিনায় গাছ লাগানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করুন।
* পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিকারক দিকটা তাদের কাছে তুলে ধরুন যেন সম্মিলিতভাবে পরিবেশ রক্ষায় সকলেই সম্পৃক্ত হয়।
* জ্বালানী (ডিজেল,পেট্রোল) পোড়ানো মানে বিশ্বকে উষ্ণায়নের দিকে ঠেলে দেয়া, হাটা যায় এমন দুরত্বে যথাসম্ভব গাড়ী ব্যবহারে বিরত থাকুন।
* শাখা/কার্যালয়ে উচ্চস্বরে কথা বলা ও বিরক্তিকর শব্দের উৎস বন্ধ করতে উদ্যোগ নিন ।

মনে রাখবেন ঃ

* পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দুষনমুক্ত আরামদায়ক পৃথিবী গড়তে আমাদের ও এগিয়ে আসতে হবে।
* আমরা নই- আমাদের পরবর্তী বংশধর এ পৃথিবীর উত্তরাধীকারী।